০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জানুয়ারি ২০১৫

ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের এক বছরে রাজনৈতিক সহিংসতার ভয়াবহতা

গ্রেফতারের পর পায়ে গুলি ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

হেফাজতে নির্যাতন

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

গণগ্রেফতার ও কারা পরিস্থিতি

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

রাঙামাটিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

নারীর প্রতি সহিংসতা

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

দুর্নীতি দমন কমিশন ও এর গ্রহনযোগ্যতা

***অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান**

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে

সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন অধিকার ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের এক বছরে রাজনৈতিক সহিংসতার ভয়াবহতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১-৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৪৬ জন নিহত ও ১৯৪৬ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে হরতাল ও অবরোধের সময় পেট্রোল বোমা হামলা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে ২০ জন নিহত ও ২৬০ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৬ টি এবং বিএনপি'র ২ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ৩২৭ জন এবং বিএনপি'র ৩২ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের এক বছর ৫ জানুয়ারিকে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট ঢাকায় জনসভা করার উদ্যোগ নেয়। অপরদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন জোট এই দিনকে 'গণতন্ত্রের বিজয় দিবস' হিসেবে উদযাপনের জন্য ঢাকায় পাল্টা জনসভা করার ঘোষণা দেয়। দুই জোটের পাল্টাপাল্টি জনসভা করার ঘোষণার কারণে সমস্ত জনসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাসহ ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে ক্ষমতাসীন দল রাজধানীতে মিছিল, সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচী পালন করলেও[১] বিরোধী ২০ দলীয় জোটকে জমায়েত হতে বাধা দিয়ে গত ৩ জানুয়ারি বিএনপি'র চেয়ারপারসন ও ২০ দলীয় জোটের নেতা খালেদা জিয়াকে তাঁর রাজনৈতিক কার্যালয়ে ঘেরাও করে রাখে পুলিশ। এছাড়াও বালু ও পাথরের ট্রাক দিয়ে রাস্তা আটকে রাখার পাশাপাশি সেখানে মোতায়েন করা হয় নিয়মিত ও সাদা পোশাকের বিপুল সংখ্যক পুলিশ। যদিও সরকারের শীর্ষমহল থেকে বলা হয়, খালেদা জিয়াকে আটকে রাখা হয়নি, তাঁর 'নিরাপত্তার' জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ৫ জানুয়ারি খালেদা জিয়া তাঁর রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে বের হতে চাইলে তাঁকে বের হতে বাধা দেয়া হয় এবং

[১] মানবজমিন ৬ জানুয়ারি ২০১৫

হাইকোর্টের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে পুলিশ তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে পেপার স্প্রে করে। এতে খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৫ জানুয়ারি কর্মসূচি পালন করতে না দেয়ায় গুলশানে নিজের কার্যালয়ে অবরুদ্ধ বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ডাক দেন। এরমধ্যে সরকার পক্ষীয় হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলায় হরতালের কর্মসূচিও দেয় ২০ দলীয় জোট। অবরোধ ও হরতাল চলাকালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও তাদের সঙ্গে থাকা সরকার সমর্থকদের সঙ্গে ২০ দলীয় জোট সমর্থকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় দুর্বৃত্তরা বোমা হামলা করে, যানবাহন ভাংচুর চালায় এবং অনেকগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে নারী ও শিশুসহ সাধারণ মানুষ আহত ও নিহত হন। অনেক মানুষ গুরুতর আহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে ভর্তি হন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানুয়ারির ৫ তারিখের আগে থেকেই সারাদেশে ২০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান চালাতে থাকে, যা এখনও অব্যাহত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযুক্ত নেতা কর্মীদের না পেলে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের গ্রেফতার এবং তাঁদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে।[২] এর মধ্যে সরকার বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ভাইস চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরী ও যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীসহ কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সাধারণ মানুষকেও গ্রেফতার করে হয়রানি করছে।[৩] গ্রেফতার অভিযানের পাশাপাশি বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের নেতা কর্মীদের মধ্যে ভীতি ছড়াতে তাঁদের ওপর গুলি বর্ষণ, বাড়িতে গুলি ও ককটেল ছোঁড়া হচ্ছে।[৪] দেশের বিভিন্ন জেলায় যৌথবাহিনীর অভিযান চলছে। যৌথ বাহিনীর অভিযানের সঙ্গে মুখোশধারী ব্যক্তিরা অংশ নিচ্ছেন এবং বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের বাড়ি ঘর ও দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৫] এছাড়া যৌথ বাহিনীর অভিযানের কারণে বহু পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। সরকার ও তার মিত্র রাজনৈতিক দলগুলোর উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে নির্দেশনা দিচ্ছেন। যেমন গত ১১ জানুয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন,৭০ এর দশকে নকশালদের যেভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল, বিরোধীদের সেভাবেই মোকাবেলা করা হবে। ১৯৭১ এ দেশ স্বাধীন হবার পর নকশালদের পরিণতি যা হয়েছিল, বিএনপিরও একই পরিণতি হবে। সরকারের অন্যতম মিত্র জাসদের কার্যকরি সভাপতি মইনুদ্দিন খান বাদল গত ১৩ জানুয়ারি ১৪ দলের বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বিএনপি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। আইন শৃংখলা রক্ষায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে তাদের লাঠি দিয়ে মোকাবেলা করবে। পরে পায়ে গুলি করবে। পায়ে গুলিতে কাজ না হলে পরিস্থিতি বুঝে বুকে গুলি করবে।[৬] একদিকে যেমন বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটকে সভা করতে বাধা দেয়া এবং তাদের ওপর হামলা চালানো হয়, অন্যদিকে এই অবস্থায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ গত ১২ জানুয়ারি নির্বিঘ্নে ঢাকায় জনসমাবেশ করে। ৫ জানুয়ারির ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের এই মুখোমুখি অবস্থান এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার সমর্থকদের দিয়ে বিরোধী দল দমন করার ফলে সারা দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা চরম আকার ধারণ করেছে। নিচে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলোঃ

[২] মানবজমিন ২২ জানুয়ারি ২০১৫
[৩] যুগান্তর ১৯ জানুয়ারি ২০১৫
[৪] প্রথম আলো ১৩ জানুয়ারি ২০১৫
[৫] মানবজমিন ১৩ জানুয়ারি ২০১৫
[৬] মানবজমিন ১৪ জানুয়ারি ২০১৫

৩. গত ৫ জানুয়ারি নাটোর জেলার তেবাড়িয়া হাটে ২০ দলীয় জোটের জনসমাবেশ থেকে কালো পতাকা মিছিল নিয়ে রওনা হওয়ার প্রস্তুতির সময় পুলিশের সামনেই আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা প্রকাশ্যে গুলি চালায়। গুলিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা রাকিব হোসেন ও রায়হান আলী মারাত্মকভাবে আহত হন এবং সেই সঙ্গে আরো ১৫/২০ জন কর্মী আহত হন। আহতদের নাটোর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হলে তাঁদের মধ্যে রাকিব হোসেন ও রায়হান আলীকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।[৭]

৪. গত ৫ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ পৌর এলাকা ও কানসাটে ১৪৪ ধারা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে বিকেল আনুমানিক ৩ টায় কানসাটের কলাবাড়ি এলাকা থেকে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' পালন উপলক্ষে কালো পতাকা মিছিল বের করে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকরা। মিছিলটি কানসাট গোপালনগর মোড়ে পৌঁছলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। এই সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকরা। সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে বিএনপি কর্মী জামসেদ আলী নিহত হন।[৮]

৫. গত ১১ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জের কানসাটে যৌথ বাহিনীর অভিযানের সঙ্গে একদল মুখোশধারী ঐ এলাকার ২০ দলীয় জোটের নেতা কর্মীদের ১০-১৫টি বাড়িঘর ও ১৫/২০টি দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ও লুটপাট করে।[৯]

৬. গত ১২ জানুয়ারি রাতে চট্টগ্রামের জোরারগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ট্রাকে দুর্বৃত্তরা পেট্রলবোমা হামলা চালালে এনাম হোসেন (৩৩), সুমন শীল (৩২) ও ট্রাক চালক হাফেজ আহমদ দগ্ধ হন। পরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁদের ভর্তি করা হলে চিকিৎসক এনামকে মৃত ঘোষণা করেন।[১০]

৭. গত ১৩ জানুয়ারি সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ রহমান বিএনপি'র চেয়ারপারসন অবরুদ্ধ খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে যখন তাঁর বনানীর বাসায় ফিরছিলেন তখন গুলশানের ওয়েস্টিন হোটেলের কাছে তিন-চারটি মোটর সাইকেলে সাত-আটজন যুবক তাঁর গাড়ির গতি রোধ করে। এইসময় কয়েকজন যুবক রিয়াজ রহমানকে গুলি করে এবং তাঁর গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।[১১]

৮. গত ১৩ জানুয়ারি রাতে কুড়িগ্রামের উলিপুর থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী খলিল স্পেশাল কোচ (যশোর ব-১১৬৮৬০) ঢাকার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে রাত আনুমানিক ১২ টায় রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের মিঠাপুকুর উপজেলার বাতাসন এলাকায় পৌঁছলে দুর্বৃত্তরা বাসটি লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটি পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে মারে। পেট্রোল বোমার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বাসে আগুন ধরে যায়। বাসের দরজা জানালা বন্ধ থাকায় ড্রাইভার হেলপারসহ কোন যাত্রী নামতে না পারায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুড়ে ঘটনাস্থলে এক শিশু, দুই মহিলাসহ ৪ জন নিহত হন। হাসপাতালে নেয়ার পর আর একজন মারা যান। এই ঘটনায় ৩০ জন আহত হন।[১২] এই ঘটনায় গুরুতর আহত মনোয়ারা বেগম (৩৫) গত ২০ জানুয়ারি ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান।[১৩]

৯. *অধিকার* মনে করে, তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল ও নাগরিক সমাজের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে এবং জনগণের সম্মতি ছাড়াই সরকার একতরফাভাবে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশকে এক চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের আগেও সরকারি দল খুব দ্রুত সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সেই নির্বাচনের পর একটি গ্রহণযোগ্য নতুন নির্বাচন

[৭] যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ২০১৫
[৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৯] মানবজমিন, ১৩ জানুয়ারি ২০১৫
[১০] প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি ২০১৫
[১১] প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি ২০১৫
[১২] মানবজমিন ১৫ জানুয়ারি ২০১৫
[১৩] ইত্তেফাক ২১ জানুয়ারি ২০১৫

অনুষ্ঠানের কথা বলেছিলো। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর সরকারি দলের নেতারা তাঁদের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে সরে এসে বর্তমানে পাঁচ বছরের জন্য তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন বলে দাবি করছেন। আর এর ফলে নির্বাচনের ঠিক এক বছর পর বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছে। আর এই আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন, হত্যা, গুম ও গ্রেফতার চালাচ্ছে। ফলে বিরোধী জোটের আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করেছে এবং বিরোধীদলের ডাকা লাগাতার হরতাল, অবরোধ চলাকালে প্রতিদিনই অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটছে এবং সাধারণ মানুষ নিহত, আহত ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আর এই প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাসীন দল ও সেই দলের সঙ্গে জোটভুক্ত দলের নেতারা বিরোধী নেতাকর্মীদের যেভাবে দমন করার কথা বলছেন তাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ব্যাপারে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

গ্রেফতারের পর পায়ে গুলি ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১০. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি ২০১১ সাল থেকে অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করার একটি নতুন প্রবণতা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেজনক। ইতিমধ্যেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। বর্তমানে বিরোধীদলের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই ধরনের ঘটনা আরো বেশী ঘটছে বলে জানা গেছে। মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজের জোরালো প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত আছে এবং জানুয়ারি মাসের অতিসংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে এই ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরোধী দলের অবরোধ ঠেকানোর জন্য সরকার যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু করে এবং এই অভিযান চলাকালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১১. এইভাবে আইনের উর্দ্ধে উঠে মানুষকে গুলি এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে।

১২. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে জানুয়ারি মাসে ১৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৩. গত ৯ জানুয়ারি ঢাকার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিনকে পুলিশ বাসা থেকে ডেকে নিয়ে দুই পায়ে গুলি করেছে বলে অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার। পুলিশ প্রহরায় গিয়াস উদ্দিনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। গিয়াস উদ্দিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাংবাদিকদের জানান, তাঁকে সোর্সের মাধ্যমে ডেকে নিয়ে তাঁর বাসার সামনেই তাঁর দুই পায়ের উরুতে শটগান দিয়ে গুলি করে পুলিশ।[১৪]

১৪. গত ১২ জানুয়ারি ঢাকার আজমপুরের মুন্সী মার্কেটের সামনে ফায়েজ আলী (৫২) নামে এক ব্যবসায়ীর কোমরে দক্ষিণখান থানার এস আই জয়নাল আবেদিন প্রকাশ্যে গুলি করেন। এরপর পুলিশ প্রহরায় ফায়েজ আলী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ফায়েজের আত্মীয় নুরুল হাসান বলেন, সকাল আনুমানিক সাড়ে আটটায় তাঁর বাসার সামনে ফায়েজের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। এই সময় দক্ষিণখান থানার এস আই জয়নাল আবেদিন এসে শার্টের কলার টেনে ধরে ফায়েজকে ধরে নিয়ে যেতে চান। ধরে নিয়ে যাওয়ার

[১৪] নয়াদিগন্ত ১০ জানুয়ারি ২০১৫

কারণ জিজ্ঞাসা করলে 'তুই বিএনপি করিস' বলে ফায়েজের কাঁধ ধরে পেছনে ঘুরিয়ে তাঁর কোমরে গুলি করেন এস আই জয়নাল আবেদিন।[১৫]

১৫. ঢাকা মহানগরের খিলগাঁও থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান জনি খিলগাঁও তিলপাপাড়া জোড়াপুকুর খেলার মাঠের পাশে গোয়েন্দা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। জনির স্বজনদের অভিযোগ, গত ১৯ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক থেকে তাঁকে ডিবি পুলিশ আটক করে। তারপর পরিকল্পিতভাবে গত ২০ জানুয়ারি ভোর রাত আনুমানিক ৩টায় জোড়াপুকুর খেলার মাঠ এলাকায় গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়। নুরুজ্জামানের বাবা ইয়াকুব আলী বলেন, গত ১৬ জানুয়ারি তাঁর ছোট ছেলে মনিরুজ্জামান হীরাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ছোট ভাইকে দেখতে আরেক ছাত্র দল কর্মী মঈনকে নিয়ে ১৯ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে যান নুরুজ্জামান। দুপুর আনুমানিক সোয়া একটায় কারা ফটকে পৌঁছানোর পরে নুরুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ কথা হয়। এরপর থেকেই নুরুজ্জামানের আর কোনো খোঁজ নেই। গত ২০ জানুয়ারি সকাল সাড়ে আটটায় তাঁকে একজন ফোন করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে যেতে বলেন। নুরুজ্জামানের শরীরে ১৬টি গুলির চিহ্ন রয়েছে বলে সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬]

১৬. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মৃত্যুর ধরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বাহিনী ও নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নীচে দেয়া হল।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৭. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ১৭ জনের মধ্যে ১২ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরমধ্যে ৬ জন র‍্যাবের হাতে, ৫ জন পুলিশের হাতে এবং ১ জন যৌথবাহিনীর হাতে 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন।

গুলিতে মৃত্যুঃ

১৮. এই সময়ে ৪ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পিটিয়ে হত্যাঃ

১৯. এই সময়ে ১ জনকে র‍্যাব পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২০. নিহত ১৭ জনের মধ্যে ৭ জন বিএনপি'র নেতা-কর্মী, ১ জন জামায়াতে ইসলামীর নেতা, ১ জন চাকুরীজীবি, ২ জন ড্রাইভার এবং ৬ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

২১. সরকার বিরোধী দলকে দমন করার জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অপব্যবহার করছে এবং তাদের দায়মুক্তি দিচ্ছে। এর ফলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নির্বিচারে গুলির ঘটনা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলেছে যা চলমান সংঘাতকে আরো ভয়াবহরুপ দেবে বলে *অধিকার* মনে করে।

[১৫] প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি ২০১৫
[১৬] প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০১৫

২২. বিরোধী দলকে দমন করার জন্য শরীরে গুলি করা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোর তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য *অধিকার* দাবি জানাচ্ছে।

হেফাজতে নির্যাতন

২৩. গত ২০ বছর ধরে *অধিকার* নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে এবং হেফাজতে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' উত্থাপন করা হলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু এর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে।

২৪. গত ১৬ জানুয়ারি ঢাকার শাহ আলী থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মোহন ব্যাপারী মোল্লা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কারা তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নিহতের শ্যালক মোহাম্মদ আলামিনের দাবি, গত ১২ জানুয়ারি শাহ আলী থানা পুলিশ নাশকতার মামলায় মোহনকে গ্রেফতার করে এবং গ্রেফতারের পর গাড়িতে উঠিয়েই তাঁকে নির্যাতন করা শুরু করে। এরপর সারারাত তাঁর ওপর নির্যাতন করা হয়। এর ফলে মোহন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয় এবং আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠায়। কারা হাসপাতালের চিকিৎসায় উন্নতি না হওয়ায় মোহনকে গত ১৬ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তিনি মারা যান।[১৭]

২৫. সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার মাথাইল চাপর গ্রামের সোবহান হাজীর মেয়ে কলেজ ছাত্রী শাপলা খাতুন (২৩) কে একটি হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামী হিসেবে ৬ দিন ধরে থানায় আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত কলেজ ছাত্রী শাপলা খাতুনের বাবা সোবহান হাজী এবং শাপলা খাতুনের আইনজীবি সেলিম রেজা *অধিকারকে* জানান, একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আসামীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথোপকথনের সূত্র ধরে গত ২১ জানুয়ারি কাজিপুর থানা পুলিশ শাপলা খাতুনকে আটক করে। আটকের পর কাজীপুর থানায় এনে শাপলার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। একই সাথে পুলিশ তাঁর পরিবারের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহন করে। আটকের ৬ দিন পর শাপলাকে গত ২৭ জানুয়ারি সকালে সিরাজগঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করলে আইনজীবীরা নির্যাতনের বিষয়টি আদালতের নজরে আনেন। এই সময় আদালত নির্যাতিত কলেজ ছাত্রীর ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহনের নির্দেশ দেন। জবানবন্দী গ্রহনের পর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এক আদেশে শাপলা খাতুনের দুই হাতের দুই বাহুতে এবং কোমর থেকে নিতম্ব পর্যন্ত অংশে কালচে জখমের দাগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া শাপলা তাঁর শরীরে মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে বলে আদালতকে জানান। আদালত থানা হাজতে আসামীর ওপর নির্যাতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন এবং তাঁর সুচিকিৎসা সহ ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য সিভিল সার্জনকে নির্দেশ দেন।[১৮]

২৬. *অধিকার* মনে করে, নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

---

[১৭] যুগান্তর ১৭ জানুয়ারি ২০১৫

[১৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২৭. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ১৪ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যাঁদের মধ্যে ২ জনের লাশ পাওয়া গেছে। গুম হওয়া পর ৯ জনকে পরবর্তীতে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

২৮. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা লাশ পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে বিরোধীদলের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক গুমের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ২৫ নভেম্বর ২০১৩ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে শুরু করে ৪ জানুয়ারি ২০১৪ অর্থাৎ নির্বচনের আগের দিন পর্যন্ত ২১ জন ব্যক্তিকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা গুম করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। যাদের অধিকাংশই বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।[১৯]

২৯. গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ বিকেল আনুমানিক ৩ টায় রংপুরের মিঠাপুকুরে অভিযান চালিয়ে যৌথ বাহিনীর পরিচয়ে গৃহকর্তা আল-আমিন কবির (৩৫) তাঁর স্ত্রী বিউটি বেগম (৩০) ও বাড়ির গৃহকর্মী মৌসুমী (৩০) কে তুলে নিয়ে গুম করা হয়েছে বলে ভিকটিম পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন। আল আমিনের খালাতো ভাই তারিকুল ইসলাম *অধিকার*কে জানান, বিরোধী দলীয় জোটের অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৪ রাতে মিঠাপুকুর এলাকায় একটি বাসে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার জের ধরে পরদিন ১৪ জানুয়ারি দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় তাঁদের এলাকায় অভিযান চালায় র‍্যাব, বিজিবি ও পুলিশের পোশাক পরিহিত যৌথ বাহিনী। একপর্যায়ে বিকেল আনুমানিক ৩ টায় আলআমিনের বাড়িতে আসে তারা। বাড়ির আসবাবপত্র তছনছ করার পর আলামিনকেও ধরে বাড়ির উঠোনে নিয়ে হাত-পা বেঁধে বেধড়ক পেটাতে থাকে। এই সময় তাঁর স্ত্রী বিউটি ও বাড়ির গৃহকর্মী মৌসুমী এগিয়ে এলে আল-আমিনসহ তাঁদেরকেও গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আল আমিন পেশায় দলিল লেখক ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী নন, কিন্তু বিএনপি'র সমর্থক ছিলেন। ১৪ জানুয়ারি বিকেলে গ্রেফতারের পর থেকে এখনো পর্যন্ত তাঁদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে তাঁরা রংপুর কারাগার, কোর্ট, কোতোয়ালি থানা, মিঠাপুকুর থানা, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তাঁদের কোনো খবর পাননি বলে তিনি জানান। গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ রাতে রংপুর রিপোর্টার্স ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আল আমিন কবিরের মা মাতোয়ারা বেগম একই অভিযোগ করেন।[২০]

৩০. ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ বিকেল আনুমানিক ৩ টা থেকে ৪ টার মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট বাজার সংলগ্ন কল্যাণপুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্যামপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান, হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী আবু তাহের শিশির (২৫), ডাল মিলের শ্রমিক মোজাম্মেল হোসেন (২২), শ্যামল কুমার ও হযরত আলীকে সাদা পোশাকের লোকেরা আটক করে র‍্যাবের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। ১৬ জানুয়ারি সকালে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন মতিউর রহমান। শ্যামল কুমার ও হযরত আলীকে শিবগঞ্জ থানায় গ্রেফতার দেখানো হলেও আবু তাহের শিশির ও মোজাম্মেল হোসেনের খবর অজানা থাকে। ভিকটিমের পরিবারের সদস্যরা থানা এবং স্থানীয় র‍্যাব অফিসে যোগাযোগ করলেও পুলিশ ও র‍্যাব তাঁদের গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করে। পরবর্তীতে ২৯ জানুয়ারি বিকেলে কুষ্টিয়া সদর থানায় গাড়ি ভাংচুর মামলায় আবু তাহের

[১৯] নিউএজ, ২৮ নভেম্বর ২০১৪
[২০] *অধিকারএর* সংগৃহীত তথ্য

ও মোজাম্মেল হোসেনকে গ্রেফতার দেখানো হয়। তাঁদের কাছ থেকে দুটি ককটেল উদ্ধার হয়েছে বলেও মামলায় উল্লেখ করে পুলিশ। আবু তাহের শিশিরের পিতা মুজিবুর রহমান *অধিকারকে* জানান, তাঁর সন্তান কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নয়। কানসাট বাজারে শিশিরের একটি ঢেউটিনের দোকান রয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ অবরোধ চলাকালে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দোকানে যায়নি শিশির। দুপুর আনুমানিক ৩ টায় প্রতিবেশী বন্ধু মোজাম্মেল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি সংলগ্ন কৃষি জমিতে কর্মরত শ্রমিকদের খাবার দিতে যায় সে। ওই মাঠ থেকে ৫ জন সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী লোক শিশির ও মোজাম্মেলকে ধরে নিয়ে যায়। মাঠ থেকে ধরে বাড়ির সামনে রাস্তায় এনে তাঁর সামনেই শিশির ও মোজাম্মেলকে পেটাতে থাকে। অস্ত্রধারীরা মারমুখি হওয়ায় ভয়ে তিনি তাদের পরিচয় জানতে চাননি। একপর্যায়ে কানসাট বাজারের কোনায় অবস্থান করা র‍্যাবের গাড়িতে তোলে। তখন আরো কয়েকজন অস্ত্রধারী অন্যান্য জায়গা থেকে ধরে এনে একই এলাকার মতিউর রহমান, শ্যামল কুমার ও হযরত আলীকে ওই গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে মতিউর রহমানের লাশ পাওয়া যায়। তাঁর ছেলের সন্ধানের জন্য থানা ও র‍্যাবের কাছে একাধিকবার গেলেও তারা শিশিরকে ধরার বিষয়টি স্বীকারই করেনি। উল্লেখ্য, এই ব্যাপারে গত ১৬ জানুয়ারি শিবগঞ্জ থানায় জিডি করতে গেলে পুলিশ তাঁর জিডি গ্রহণ করেনি।[২১]

৩১. *অধিকার* ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলোর হাতে গুম হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং গুম হওয়া ব্যক্তিদের দ্রুত ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানাচ্ছে।

গণগ্রেফতার ও কারা পরিস্থিতি

৩২. রাজনৈতিক ধরপাকড় ও গণগ্রেফতারের ফলে দেশের ৬৮ টি কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত বন্দি সামলাতে কারাকর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতা যেখানে ২৯ হাজার সেখানে বন্দি রয়েছে ৮০ হাজারেরও বেশী। রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের কারাগারগুলোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ভুক্তভোগী বন্দীরা জানান, অতিরিক্ত বন্দীর কারণে কারাগারে নেয়ার পর প্রথম ২-৩ দিন ঘুমানোর কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। খাবারও ঠিকমতো পাওয়া যায় না। টাকা দিতে না পারলে কারারক্ষীরা খুবই নির্যাতন করে। এর প্রতিবাদ করলে নির্যাতনের পরিমান আরো বেড়ে যায়। কারা অধিদপ্তরের সুত্রে জানা গেছে, সারা দেশে ছোট-বড় ৬৮ টি কারাগার রয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং দুটি হাইসিকিউরিটি সেল। ৫৫টি বিভিন্ন জেলা সদরে কারাগার রয়েছে। এইসব কারাগারে বর্তমানে রাজনৈতিক বন্দির সংখ্যাই বেশি। প্রতিদিনই ২০০/৩০০ বন্দি কারাগারে ঢুকছেন। অবরোধ ও হরতাল শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ১২০০ রাজনৈতিক কর্মীকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাজা দেয়া হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সূত্রে জানা গেছে, এই মুহূর্তে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়া বন্দির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। এছাড়া কারাগার গেট থেকেই জামিনে মুক্তি পাওয়া বন্দিদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের শাসনামলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র আগে ও ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি'র পরে সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার বিএনপি-জামায়াত নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[২২]

৩৩. বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার অধিবাসী মিজানুর রহমানের ১৭ জানুয়ারি অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে ওমানে যাওয়ার কথা ছিল। গত ১৪ জানুয়ারি তিনি ঢাকার গুলিস্থানে যান শীতের কাপড় কিনতে। এই সময় গুলিস্থানে দুর্বৃত্তরা একটি বাসে আগুন দেয় ও ককটেল বোমা ফাটায়। এই সময় অন্যদের সঙ্গে মিজানও ভয়ে দৌড় দেন।

[২১] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[২২] মানবজমিন ১৮ জানুয়ারি ২০১৫

তখন কয়েকজন লোক হামলাকারী সন্দেহে মিজানকে ধরে মারধর করে পুলিশে দেয়। মিজান পুলিশকে তাঁর ওমান যাওয়ার বিষয় খুলে বললেও পুলিশ তাঁকে ভ্রাম্যমান আদালতের কাছে তুলে দিলে আদালত তাঁকে পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়।[২৩]

৩৪. *অধিকার* গণগ্রেফতার ও কারাগারের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ভ্রাম্যমান আদালত ব্যবহার করে মানবাধিকার লংঘনমূলক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য *অধিকার* সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৫. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ৬ জন সাংবাদিক আহত, ২ জন লাঞ্ছিত, ১ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

৩৬. সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ (১) অনুচ্ছেদে বলা আছে, "চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল"। এই একই অনুচ্ছেদের (২)(ক) তে বলা আছে, "প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল" যদিও ২(ক) ও (খ) তে শর্ত যুক্ত করা আছে। *অধিকার* লক্ষ্য করছে যে, সরকার সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মামলা দায়ের করছে এবং গণ মাধ্যমে স্বাধীন মতামত দেয়ার কারনে নাগরিকদের গ্রেফতার করছে। এছাড়া আন্দোলনের খবর সংগ্রহের সময় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সাংবাদিকদের ওপরও হামলা করছে। অন্যদিকে সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দলীয়করণের কারণে দলমত নির্বিশেষে নিরপেক্ষ পেশাদারিত্ব বজায় থাকার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩৭. গত ৪ জানুয়ারি রাতে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৫০ মিনিটের দেয়া বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচার করে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল একুশে টেলিভিশন (ইটিভি)। এরপর ৬ জানুয়ারি ভোরে কারওয়ান বাজারে ইটিভির কার্যালয়ের নিচ থেকে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আবদুস সালামকে ধরে নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ। পরে তাঁকে পর্নোগ্রাফি আইনে দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়, যেই মামলার এজাহারে সালামের নাম নেই। ইটিভিতে তারেক রহমানের ভাষণ প্রচার করার পর ৭ জানুয়ারি তেজগাঁও থানায় একটি জিডি করে পুলিশ (জিডি নম্বর-৩৫০)। এর ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবদুস সালামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার[২৪] মামলা করার জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়। গত ৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে এই মামলার ব্যাপারে অনুমোদন দেয়ার পর একই দিনে তেজগাঁও থানার উপ পরিদর্শক বোরহান উদ্দিন বাদী হয়ে তারেক রহমান ও আবদুস সালামসহ অজ্ঞাতনামা আরও চার-পাঁচজনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন।[২৫]

৩৮. গত ৯ জানুয়ারি রাজশাহী কলেজ চত্বরে অবরোধের সমর্থনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মিছিল বের করে। এই খবর পেয়ে গণ মাধ্যমের কর্মীরা সেখানে যান। পুলিশ মিছিলকারীদের ধাওয়া করলে তাঁরা পালিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ গণমাধ্যমের কর্মীদের ওপর হামলা করে। পুলিশের হামলায় আহত হন যমুনা টেলিভিশনের সাংবাদিক সোহরাব হোসেন।[২৬]

---

[২৩] প্রথম আলো ২১ জানুয়ারি ২০১৫

[২৪] ২০১১ সালের ৩০ জুন সংসদে পাশ হওয়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাপারে সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড ধার্য করা হয়েছে।

[২৫] প্রথম আলো ৯ জানুয়ারি ২০১৫

[২৬] যুগান্তর ১০ জানুয়ারি ২০১৫

৩৯.গত ১৩ জানুয়ারি বিএনপি'র তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল ২৪ এর টক শোতে অংশ নিয়ে স্টুডিওর বাইরে আসতেই গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেফতার করে। ওই টক শোতে মানবাধিকার কর্মী মোহাম্মদ নূর খান ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক প্রেস সেক্রেটারী আবুল কালাম আজাদও অংশ নেন। মোহাম্মদ নূর খান বলেন, হাবিবুর রহমান হাবিব বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে অবরুদ্ধ করে রাখার কারণে সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান রতন বেসরকারি টিভি চ্যানেল দেশ টিভির টকশোতে অংশ নিয়ে সরকারের সমালোচনা করে দেশ টিভি থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। ২০১৩ সালের জুন মাসে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তুহিন মালিকের গাড়ী চালককে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা হুমকি দেয় যে, তুহিন মালিক আর কোনো টকশোতে অংশ নিলে তাঁকে হত্যা করা হবে। এই সময় তুহিন মালিক টিভি চ্যানেল আরটিভির একটি টক শোতে অংশ নিচ্ছিলেন।[২৭]

৪০.সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি,ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মামলা দায়েরের ঘটনায় *অধিকার* গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। *অধিকার* মনে করে, এ ধরণের কার্যকলাপ স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায়।

ভাইবার, ট্যাঙ্গো, হোয়াটস আপ, মাই পিপল ও লাইন বন্ধ করে দেয়া

৪১.গত ১৮ জানুয়ারি থেকে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশী ব্যবহারকারীদের জন্য ভাইবার ও ট্যাঙ্গোর সার্ভিস বন্ধ করে দেয় সরকার। এরপর গত ১৯ জানুয়ারি থেকে একই অজুহাতে হোয়াটস আপ, মাই পিপল ও লাইনও বন্ধ করে দেয় সরকার। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়েজগুলোকে (আইআইজি) বন্ধের ব্যাপারে নির্দেশনা পাঠায়। বিটিআরসি জানিয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের ভিত্তিতে এসব অ্যাপ্লিকেশন সাময়িকভাবে বন্ধ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।[২৮] এরপর গত ২২ জানুয়ারি বন্ধ এই মাধ্যমগুলো ব্যাপক সমালোচনার মুখে আবার খুলে দেয় সরকার।

রাঙামাটিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

৪২.গত ১০ জানুয়ারি রাঙামাটিতে মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশ ও সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ৩১ জন আহত হন। পরে এই সংঘর্ষ পাহাড়ি-বাঙালি সহিংসতায় রূপ নিলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাঙামাটি পৌরসভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গত ১০ জানুয়ারি সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও নৌপথ অবরোধের ডাক দেয়। এই অবরোধকে কেন্দ্র করে রাঙামাটি শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীদের সঙ্গে বাঙালিদের সংঘর্ষ হয় এবং এর ফলে রাঙামাটি শহরে কারফিউ জারি করা হয়।[২৯]

৪৩.মূলত: রাঙামাটিতে ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির দাবি হচ্ছে আগে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হোক, এরপর মেডিক্যাল কলেজ বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। এছাড়া পার্বত্য শান্তি চুক্তি আইনে আছে, পার্বত্য অঞ্চলে আইনের মাধ্যমে কিছু করতে হলে আঞ্চলিক পরিষদকে জানাতে হবে। কিন্তু সেটা না মেনেই সরকার মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন করেছে। এর আগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য

[২৭] নিউএজ ১৪ জানুয়ারি ২০১৫
[২৮] মানবজমিন ২০ জানুয়ারি ২০১৫
[২৯] প্রথম আলো ১১ জানুয়ারি ২০১৫

রাঙামাটি সদর উপজেলার জগড়া বিলের প্রায় ১০০ একর জমি অধিগ্রহনের জন্য প্রায় ৭০টি ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। এঁরা প্রথমে কাপ্তাই বাঁধের কারণে উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। তারপর যেখানে তাঁদের পুর্নবাসন করা হয়, সেখানে পর্যটন মোটেল ও আন্যান্য স্থাপনার জন্য আবারও তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়। এখন তৃতীয়বারের জন্য তাঁদের উদ্বাস্তু করা হচ্ছে এবং এরপর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য জমি অধিগ্রহন করা হলে আরো অনেক ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির পরিবার উদ্বাস্তু হবার আশংকা থাকবে।[৩০]

৪৪. রাষ্ট্রীয় বৈষম্য ও রাজনীতিক সদিচ্ছার অভাবে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জিভূত ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় *অধিকার* ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং এই ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

৪৫. *অধিকার* মনে করে, অবিলম্বে ভূমি কমিশনের মাধ্যমে অবৈধভাবে দখলকৃত জায়গাগুলো শনাক্ত করে ভূমি-সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধের আশু নিষ্পত্তি করা দরকার। *অধিকার* এও মনে করে যে, ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর অধিকারের প্রশ্ন ভূমি-মালিকানা এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের সংবিধানে গোষ্ঠী-সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত না থাকায় ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পত্তি ক্রমশঃ তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলোর মিমাংসা না করে যে 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদিত হয়েছে, সেখানে এই মৌলিক বিষয় অনুপস্থিত। এর ফলে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও পাহাড়ের ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের বসবাসের এলাকাগুলোতে বিরোধ ও সহিংসতা জারি রয়েছে এবং পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে।

সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৬. গত ৯ জানুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রী কৃষ্ণ গোসাই আখড়ায় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা গেট ভেঙ্গে ঢুকে আখড়ার বেদী ভাংচুর ও পূজার সামগ্রী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।[৩১]

৪৭. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন যশোরের অভয়নগরের মালোপাড়ায় হামলার ঘটনায় মামলার অভিযোগপত্র গত ৫ জানুয়ারি জেলার অভয়নগর আমলি আদালতে দাখিল করেছে যশোর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এতে স্থানীয় বিএনপি-জামায়াত-শিবিরের ১০০ জন নেতা কর্মীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগপত্রের ব্যাপারে মালোপাড়ার অধিবাসীরা জানিয়েছেন, হামলার মূল হোতাদের বাদ দিয়ে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই অভিযোগপত্রে। ওই দিনের হামলায় আহত মালোপাড়ার বাসিন্দা শেখর কুমার বর্মণ বলেন, "অনেক নিরীহ ও নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযোগপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা মোটেই ঠিক হয় নাই"।[৩২]

৪৮. যশোর জেলার বেনাপোলের বাহাদুরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমানের অত্যাচারে শার্শা উপজেলার শাঁখারীপোতা গ্রামের ৩১ টি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন যশোর জেলা সনাতন বিদ্যার্থী সংসদ। গত ১৯ জানুয়ারি যশোর জেলা সনাতন বিদ্যার্থী সংসদ এক মানববন্ধন করে এবং সেই সময় এই অভিযোগ করেন সনাতন বিদ্যার্থী সংসদের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঠাকুর। ৩১টি দেশত্যাগকারী পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারের সদস্য রবীন্দ্রনাথ রায় সর্ম্পকে বলা হয় যে, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জের ধরে একদিন সকালে শাঁখারীপোতা গ্রামের রবীন্দ্রনাথ রায়কে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মফিজুর রহমান। পরে রবীন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী ও মেয়ে মফিজুরের পায়ে ধরে ক্ষমা

[৩০] প্রথম আলো ১২ জানুয়ারি ২০১৫
[৩১] নিউএজ ১০ জানুয়ারি ২০১৫
[৩২] প্রথম আলো ৭ জানুযারি ২০১৫

চাইলে শারীরিক অত্যাচার করে রবীন্দ্রনাথ রায়কে ছেড়ে দেয়া হয় এবং হুমকী দেয়া হয় যে, পরবর্তীতে মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। এই ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ রায় মেয়ের সম্মান রক্ষার্থে সপরিবারে ভারতে চলে যান।[৩৩]

৪৯. *অধিকার* এই ঘটনাগুলোতে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৫০. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ১ জন বাংলাদেশীকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এছাড়া বিএসএফ ১ জন বাংলাদেশী যুবককে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এবং পরবর্তীতে তিনি ভারতীয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এই মাসে মোট ১১ জন বিএসএফ এর হাতে আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ১০ জন গুলিতে এবং ১ জন নির্যাতনে আহত হন। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ৪ জন বাংলাদেশী।

৫১. গত ৭ জানুয়ারি জামাল হোসেন (২৪) নামে এক বাংলাদেশী যুবককে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) নির্যাতন করে অচেতন অবস্থায় লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার ধরলা নদীর চরে ফেলে যায়। তাঁকে গত ৮ জানুয়ারি সকালে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যরা উদ্ধার করে পাটগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।[৩৪]

৫২. গত ১৬ জানুয়ারি রাত আনুমানিক আটটায় ও রাত দেড়টায় যশোরে বেনাপোলের পুটখালী সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ফারুক (৩০) ও আলম (২৮) নামে দুই বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হন। রাত আনুমানিক আটটায় ফারুক ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গরু আনার জন্য পুটখালী সীমান্তের ইছামতি নদীর কাছে অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় ভারতের আঙ্গাইল সীমান্তের বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে লক্ষ্য করে ৫-৬ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এতে তিনি দুপায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। একই দিনে গভীর রাতে বাংলাদেশি একদল ব্যবসায়ী ভারত থেকে গরু নিয়ে দেশে ফেরার সময় একই ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা ৩-৪ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এই সময় উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন আলম। আহত অবস্থায় তাঁকে তাঁর সঙ্গে থাকা সঙ্গীরা নদী সাঁতরে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। আলমকে প্রথমে বুরুজবাগান স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে যশোর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৩৫]

৫৩. প্রসঙ্গত, বিএসএফ মহাপরিচালক ডি কে পাঠক গত ১৬ জানুয়ারি দুপুরে বেনাপোল সীমান্তের পুটখালি ও বেনাপোল বিজিবি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের রিজিওনাল কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শহিদুল ইসলাম। বিএসএফ মহাপরিচালক ফিরে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই বেনাপোল সীমান্তে দু'দফা গুলির ঘটনা ঘটে।[৩৬]

৫৪. *অধিকার* মনে করে, কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে,

---

[৩৩] মানবজমিন ২১ জানুয়ারি ২০১৫/ *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৪] প্রথম আলো ৯ জানুয়ারি ২০১৫

[৩৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

ভারত দীর্ঘদিন ধরে ওই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা নির্যাতন ও লুট করছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৫৫.২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ১২ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৫৬.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৭.নারীর প্রতি সহিংসতা ২০১৫ সালেও ব্যাপকভাবে অব্যাহত আছে। জানুয়ারি মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

যৌন হয়রানী

৫৮.জানুয়ারি মাসে মোট ১৮ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন নিহত, ২ জন আহত, ২ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত ও ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই সময় ১১ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ১ জন পুরুষ নিহত হয়েছেন।

৫৯. গত ১৫ জানুয়ারি গাজীপুরের পোড়াবাড়ী উত্তর সালনা এলাকায় সাইফুল ইসলাম ও তাঁর মেয়ে আঁখি আক্তার (১৪) কে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সাইফুল ইসলামের স্ত্রী হাসিনা বেগম জানান যে, এ ঘটনার এক সপ্তাহ আগে স্থানীয় নান্দুয়াইন এলাকার মনির হোসেন তাঁর মেয়ে আঁখিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তাঁদের হত্যা করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় নুরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। [৩৭]

৬০. শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার দিনারা গ্রামে নাদিয়া আক্তার (১৭) নামের এক কিশোরীকে একই গ্রামের নাহিদ ছৈয়াল (২০) উত্ত্যক্ত করতেন। গত ২০ জানুয়ারি রাতে একটি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে নাহিদ নাদিয়াকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। এই নিয়ে নাহিদের পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা নাহিদকে বিরত না করে নাদিয়াকে ভৎসনা করে। অপমানিত নাদিয়া আক্তার গত ২১ জানুয়ারি আত্মহত্যা করেন। [৩৮]

যৌতুক সহিংসতা

৬১.জানুয়ারি মাসে ১৩ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৮ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৩ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এছাড়া ২ জন নারী যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন।

[৩৭] যুগান্তর, ১৬ জানুয়ারি ২০১৫
[৩৮] প্রথম আলো ২২ জানুয়ারি ২০১৫

৬২. গত ৬ জানুয়ারি নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় গৃহবধু আনোয়ারাকে সত্তর হাজার টাকা যৌতুক দিতে না পারায় তাঁর স্বামী রবিউল ইসলাম ও শ্বশুড়বাড়ীর লোকজন পিটিয়ে হত্যা করে লাশ হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যায়।[৩৯]

৬৩. গত ৮ জানুয়ারি ঢাকার রমনা থানার মধুবাগে গৃহবধু নাসরিনকে (২১) ১০ হাজার টাকা যৌতুকের দাবিতে স্বামী শাহ আলম পিটিয়ে হত্যা করে। পুলিশ স্বামী শাহ আলমকে গ্রেফতার করেছে। [৪০]

এসিড সহিংসতা

৬৪. জানুয়ারি মাসে ৯ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫ জন নারী, ১ জন পুরুষ, ২ জন মেয়ে ও ১ জন বালক এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬৫. গত ১৫ জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ মহিলা কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় মোহাম্মদ শামীম নামে এক যুবক তাঁকে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে মেয়েটির একটি চোখের পাতা ও কপাল ঝলসে যায়। তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৪১]

৬৬. হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ পৌর এলাকার পশ্চিম বড়চর গ্রামে শামসুন্নাহার নামে এক বিধবার ওপর এসিড নিক্ষেপ করেছে দুবৃর্ত্তরা। আব্দুর রহিম নামে এক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিধবার বসত ভিটা দখল করার চেষ্টা করে। গত ১০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে আব্দুর রহিম ও তাঁর ২/৩ জন সহযোগী তাঁর ওপর এসিড ছুড়ে মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৪২]

৬৭. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরেও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এবং এসিড সহজলভ্য হওয়ায় এই ধরনের অপরাধ ঘটেই চলেছে।

ধর্ষণ

৬৮. জানুয়ারি মাসে মোট ২৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১১জন নারী, ১৭ জন মেয়ে শিশু ও ১ জনের বয়স জানা যায় নি। ঐ ১১ জন নারীর মধ্যে ৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ১৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৩ জন নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬৯. গত ৩ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার মনোহরদি উপজেলার বড়চাপা ইউনিয়নের কাহেতেরগাঁও গ্রামের ১১ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ কিরন (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।[৪৩]

৭০. গত ১৯ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় জঙ্গল থেকে রক্তাক্ত কাপড়সহ পা বাঁধা অবস্থায় এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, ধর্ষণের পর তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, গত ১৮ জানুয়ারি ঘর থেকে বের হলে গৃহবধূকে তুলে নিয়ে যায় দুবৃর্ত্তরা। এরপর তাঁকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। গৃহবধুর স্বামী বিদেশে থাকেন। [৪৪]

---

[৩৯] যুগান্তর, ৭ জানুয়ারি ২০১৫
[৪০] যুগান্তর, ৯ জানুয়ারি ২০১৫
[৪১] প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০১৫
[৪২] নয়াদিগন্ত ১২ জানুয়ারি ২০১৫
[৪৩] আমাদের সময় অনলাইন ৬ জানুয়ারি ২০১৫
[৪৪] যুগান্তর ২০ জানুয়ারি ২০১৫

৭১. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও স্বাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের দায়মুক্তি, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

৭২. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৪৫] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৭৩. গত ২৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে কটুক্তি করে ফেসবুকে বিভিন্ন মন্তব্য ও ছবি আপলোড করার অভিযোগে ওয়ার্ল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্রী ফিদরাতুল মুনতাহা সানজিদাকে রমনা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গত ২১ জানুয়ারি সাইদ ইবনে মাসুদ নামে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন চিত্রগ্রাহক ওই ছাত্রী ও তাঁর আত্মীয় গোফরান মিয়াকে আসামী করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে ফেস বুকে আইডি খুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে কটুক্তি করা হচ্ছে। এই বিষয়ে সাইদ ইবনে মাসুদ বলেন, গোফরান মিয়া ছিলেন তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার। পরবর্তীতে নানা কারণে এক সঙ্গে ব্যবসা করা হয়নি তাঁদের। এই নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।[৪৬]

৭৪. *অধিকার* অবিলম্বে এই নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা

৭৫. দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতি মূলক কার্যাবলী প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা হয়। এই আইনের ২ অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'। আইনানুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও দুদক

---

[৪৫] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৪৬] মানবজমিন ২৪ জানুয়ারি ২০১৫

সে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। দুদককে যে ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে হচ্ছে তা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিলো দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু তদন্তাধীন এইসব ঘটনায় বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। অনেকটা গোপনেই মামলা নথীভুক্ত করে দায়মুক্তির 'সনদ' দিচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন। তিন বছর আট মাসে কমিশন বিলুপ্ত ব্যুরো'র মামলাসহ ৫৩৪৯টি দুর্নীতির অনুসন্ধান নথিভুক্ত করে আসামীদের দায়মুক্তি দিয়েছে।[৪৭]

৭৬. চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীন দল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে পদ্মা সেতু সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনসহ ১০ জনকে এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হককেও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয় দুদক। এছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা প্রমুখ।[৪৮]

৭৭. ২০১৩ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, সেগুলো খারিজ করে দিয়েছে এই কমিশন। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক চিফ হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী মহিউদ্দিন আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় কমিশন। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।[৪৯] কক্সবাজার-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সারোয়ার ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা সেলিনা আক্তারকে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায় থেকে অব্যাহতি দেয় দুদক। ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি এই অব্যাহতির বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন দুদকের সচিব মাকসুদুল হাসান খান।[৫০] জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায় থেকে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকেও অব্যাহতি দেয় দুদক। ২০১৪ সালের ১৭ নভেম্বর কমিশন অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়টি অনুমোদন করার পর গত ১৫ ডিসেম্বর এই অব্যাহতির বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন দুদকের সচিব মাকসুদুল হাসান খান।[৫১] অন্যদিকে বিরোধী দল বিএনপির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কমিশন।

৭৮. এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়ার কথা বলে ঘুষ নেয়ার একাধিক অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তা। অবৈধ সম্পদের নোটিশ, অনুসন্ধান, মামলা ও চার্জশিটের ভয় দেখিয়ে ঘুষ দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগীদের অনেকেই দুদকে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস না পেয়ে বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেন।[৫২]

---

[৪৭] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৪৮] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৪৯] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৫০] প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি ২০১৫
[৫১] প্রথম আলো ২১ জানুয়ারি ২০১৫
[৫২] ইত্তেফাক ২৩ জুন ২০১৪

৭৯. হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ৫-৬ ই মে ২০১৩ তে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে *অধিকার* তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গত ১০ই অগাস্ট ২০১৩ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে বিনা ওয়ারেন্টে তুলে নিয়ে গিয়ে পরে গ্রেফতার দেখায়। এরপর থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে *অধিকার* এর আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়, যা আদিলুর রহমান খানের জামিনে মুক্তি পওয়ার পর ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে আরো বৃদ্ধি পায়। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে দুদক বিশ বছরের পুরোনো ও সোচ্চার মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের নামে এই সংগঠনের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করেছে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

৮০. *অধিকার* মনে করে, এদেশের সমস্ত সংস্থাকে জবাবদিহিতার আওতাধীন রাখতে হবে। *অধিকারও* তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে। যে কারণে *অধিকার* প্রতিবছর এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে তাদের প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট নিয়মিতভাবে জমা দিয়ে থাকে। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ড স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকারের বর্তমান দমনমূলক কর্মকাণ্ডের পথ ধরে *অধিকারকে* তার দীর্ঘ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত অবস্থানকে বির্তকিত করার চেষ্টা করছে। *অধিকার* বহু দিন ধরেই দুদকের বৈষম্যমূলক আইন ও অস্বচ্ছ কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে আসছে ও এর কর্মকর্তাদের বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রকাশের কথা বলে আসছে। দুদক যে কোন সময়েই আইনসম্মত পথে *অধিকার* এর আর্থিক লেনদেন তদন্ত করতে পারে, তবে এমন এক সময় এই তদন্তের নামে হয়রানী করছে যখন সরকার চাপ সৃষ্টি করে *অধিকারকে* বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছে। এইক্ষেত্রে সরকারি আজ্ঞাবাহী পরাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দুদক আবারো আর্বিভূত হয়েছে।

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান

৮১. গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে *অধিকার এর* ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় দায়েরকৃত নিবর্তনমূলক মামলা এখনও বলবৎ রয়েছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী সহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে *অধিকার* এর সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৮২. উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' প্রকল্পের ২ বছর ১০ মাসব্যাপী কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের শেষ ধাপের অর্থছাড় আজ পর্যন্ত করেনি। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে ডকুমেন্টশন, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা এবং এই সব সহিংসতা বন্ধের জন্য এডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছিলো। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য *অধিকার* তার সাধারণ তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির শুরু থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছিল।

৮৩. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের

জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে *অধিকার*। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ২০১৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২য় বর্ষের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫০% অর্থছাড় দেয়। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে *অধিকার* উল্লেখিত প্রকল্পের প্রথম বর্ষের কার্যক্রম সমাপ্তির অডিট রিপোর্টসহ ২য় বর্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড়ের জন্য পুনরায় আবেদন করে। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে গেলেও অদ্যাবধি বরাদ্দকৃত তহবিলের অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। ফলে উল্লেখিত প্রকল্পের কর্মকাণ্ড অসম্পূর্ন থেকে যায়।

৮৪. 'এমপাওয়ারিং ওমেন এজ কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারস' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড় করেনি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়ে গেছে। যৌতুক সহিংসতা, এসিড সহিংসতা, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানী বন্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে *অধিকার* প্রথম বছর (২০১৩ সালে) নারীর প্রতি সহিংসতার মামলার গতি ত্বরান্বিত, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও এ্যাডভোকেসি করে। অথচ অর্থছাড় না করায় *অধিকার* ২য় বর্ষেও (২০১৪) কোন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে নাই।

৮৫. প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় না হওয়ায় *অধিকার* এর সমস্ত মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ।

৮৬. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার* তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি ২০১৫*			
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড **	ক্রসফায়ার	১২	১২
	গুলিতে নিহত	৪	৪
	পিটিয়ে হত্যা	১	১
	মোট	১৭	১৭
গুম		১৪	১৪
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	২
	বাংলাদেশী আহত	১১	১১
	বাংলাদেশী অপহৃত	৪	৪
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৬	৬
	লাঞ্ছিত	২	২
	হুমকির সম্মুখীন	১	১
	গ্রেফতার	২	২
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৪৬	৪৬
	আহত	১৯৪৬	১৯৪৬
যৌতুক সহিংসতা		১৩	১৩
ধর্ষণ		২৯	২৯
যৌন হয়রানীর শিকার		১৮	১৮
এসিড সহিংসতা		৯	৯
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১২	১২

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ৪ টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে

সুপারিশসমূহ

১. ৫ জানুয়ারি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় থাকাই বর্তমান সংকটের কারণ। যে কারণে সরকারের বৈধতা নিয়ে দেশে বিদেশে সাংবিধানিক ও নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এর আশু মীমাংসার জন্য সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অবিলম্বে একটি স্বচ্ছ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। চলমান রাজনৈতিক সংকট ইতিমধ্যেই ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দেশে আরো ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে এবং সহিংসতার দায় একে অপরের ওপর চাপানোর সংস্কৃতি বন্ধ করে অপরাধীকে গ্রেফতার ও শাস্তি দিতে হবে।

২. বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হরতাল ও অবরোধ চলাকালে পেট্রোল বোমা হামলা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ নাগরিকরাই এই সমস্ত হামলার শিকার হচ্ছেন। যার কারণে অনেকে মৃত্যুবরণ

করেছেন এবং অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন। *অধিকার* মানবাধিকার সংগঠনসহ বাংলাদেশের নাগরিকদের এই ধরনের হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আহবান জানাচ্ছে।

৩. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। গণগ্রেফতার ও কারাগারে মানবাধিকার লংঘন বন্ধ করতে হবে।

৬. মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৭. অবিলম্বে পাহাড়ের সব অধিবাসীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য ভূমি মালিকানা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিষয়টির দ্রুত সমাধান করতে হবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।

৮. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১১. দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারী আজ্ঞাবহ না হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে হবে।

১২. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানী করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।